হিমালয় দূষণ

উত্তরাখণ্ডের চামোলিতে হিমবাহ গলে সাম্প্রতিক বিপর্যয় ঘটেছে। এটা শুধু হিমবাহের ধস নয়। এটা আসলে গোটা অঞ্চলে একটা পাহাড় ভেঙ্গে পড়া বা ল্যান্ড স্লাইডের জন্য হয়েছে। এর আগে ২০১৩ সালে এই রকম একটা বিপর্যয় ঘটে ছিল। সেই সময়ে বাঁধ নির্মাণ, ও নদীগর্ভ দখল করে নগরায়নের দিকে আঙ্গুল উঠেছিল। তার আগেও কয়েকবার বিপর্যয় ঘটে ছিল।

আজ থেকে ৩০-৩৫ বছর আগের ঘটনা।সেই সময়ের যোশিমঠ, তপোবন, ঋষিগঙ্গা, অলোকানন্দা, ধৌলি গঙ্গা নদীগুলির চারপাশের প্রাকৃতিক শোভা ছিল অসাধারণ। ক্রমশ ঐ অঞ্চলে নদীর পার জবর দখল হয়েছে। ইদানিং রিভারবেডে প্রায় সব নদীর উপর ছোট বড় হোটেল, হোম স্টে এবং ঘর বাড়িও তৈরি হয়েছে । ঘর-বাড়ি বেড়ে যাওয়ার জন্য গাছ ও আশপাশের জলাশয়ের সংখ্যা খুব কমে যাচ্ছে। অথচ পাহাড়ে আরো বেশি করে গাছ লাগান দরকার। অথচ আমরা জানি তপোবন অঞ্চলের লতা গ্রাম থেকেই গাছ রক্ষার জন্য চিপকো আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল ।

উত্তরাখণ্ডের সাম্প্রতিক বিপর্যয়ের সম্ভাব্য কারণগুলিঃ---

১. হিমবাহ ভেঙ্গে পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসা বা পাহাড় ভেঙ্গে পড়া বা ল্যান্ড স্লাইড।

২. নদীর কাছাকাছি অঞ্চলে ভূমি ধস বা ভূপ্রাকৃতিক বিপর্যয়।

৩. বিপুল জলরাশির ধাক্কায় তৈরি হওয়া জলোচ্ছ্বাস।

৪. পরিবেশের ভারসাম্যের পরিবর্তন বেড়ে যাচ্ছে। এর ফলে নানা রকমের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ঘটনা, যেমন হিমবাহের গলন, ভূমি ধস, জলোচ্ছ্বাস, তুষার ধস, হড়পা বান ইত্যাদি।

৫.এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা দরকার, যে ভাবে লাগাম ছাড়া জল বিদ্যুৎ তৈরির জন্য ছাড়পত্র দেওয়া হচ্ছে সেগুলি আদপে পরিবেশ বান্ধব নয়। পরিবেশের বিপদ ডেকে আনছে।

হিমালয় দূষণ রোধে যা যা করা দরকার বা যে বিষয়গুলি সরকারকে নজর দিতে হবেঃ ---

১. নদীর কাছাকাছি বা নদীর পারে সব রকমের নির্মাণ অর্থাৎ বড় বড় রাস্তা বা সড়ক, হোটেল নির্মাণ ভেঙ্গে ফেলতে হবে।

২. নদীকে অবিরল ও নির্মল ভাবে বইতে দিতে হবে। নদীর আশপাশে যেকোন নির্মাণ বেআইনি।

৩. নদীর উপর বড় বাঁধ নির্মাণ করা যাবে না। বড় বড় বাঁধগুলি ভেঙ্গে ফেলতে হবে।

৪. পাহাড়ি অঞ্চলে স্থানীয় ভাবে পরিবেশের সঙ্গে ভারসাম্য রেখে ছোট ছোট জল বিদ্যুৎ (মাইক্রো জল বিদ্যুৎ) তৈরি করা যেতে পারে। তার আগে পরিবেশের উপর কি প্রভাব পড়বে তার সমীক্ষা হওয়া দরকার।

তারিখ ২০.০২.২০২১ প্রচারেঃ বিজ্ঞান দরবার, কাঁচরাপাড়া

E.mail :bijnandarbar1980@gmail.com Mob:9474330092/9231545191/9143264159/9432335882

পোস্টারসহ প্রচারসভা ২০.০২.২০২১ কাঁচরাপাড়া স্টেশন আপ প্লাটফর্মের গেটে সময় বিকেল ৩ টা-৫ টা